মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) আপনার সম্পাদিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা স্ট্রিম ও ঢাকা স্ট্রিম-এ প্রকাশিত **"নিজেই নিজের কাছ থেকে জাহাজ আমদানি মেঘনা গ্রুপের!"** শিরোনামের প্রতিবেদনটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে দেশের অন্যতম শীর্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ, অনুমান ও সন্দেহকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একটি বিশেষ মহলের স্বার্থসিদ্ধি এবং মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের দীর্ঘদিনের সুনাম, গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যবসায়িক সাফল্য ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায়, প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন, মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং একপেশেভাবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ উক্ত প্রতিবেদনের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং প্রতিবেদনটি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।

আপনার অবগতির জন্য জানাতে চাই, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ গত ৫১ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, বিধি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। চলমান যেকোনো নিয়ন্ত্রক বা তদন্ত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা বিশ্বাস করি, কোনো তদন্ত বা আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে অভিযোগ বা সন্দেহকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সব পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক তথ্য, আইনি বাস্তবতা এবং নিরপেক্ষতার নীতি সমানভাবে অনুসরণ করা সমীচীন।

পাঠকদের সামনে বিষয়টির একটি পূর্ণাঙ্গ, তথ্যভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরার স্বার্থে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের বক্তব্য নিচে পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করা হলো। একই সঙ্গে সাংবাদিকতার নৈতিকতা ও পেশাগত দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এই প্রতিবাদলিপিটি বাংলা স্ট্রিম ও ঢাকা স্ট্রিমে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সিঙ্গাপুরে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই দাবি সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর।

প্রকৃতপক্ষে, মেঘনা গ্রুপ ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ থেকে সিঙ্গাপুরে ওভারসিজ কোম্পানি Meghna Trade & Commerce Pte. Ltd. (MTCPL) প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে। এ অনুমোদনের বাংলাদেশ ব্যাংকের রেফারেন্স নম্বর হলো: বৈমুবি/৭০৩(২)/ওবিশাএ/নন-ব্যাংক/২০২০-৪৩৮৪।

অতএব, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সিঙ্গাপুরে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে যে দাবি করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর।

শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছর ধরে MTCPL এর মাধ্যমে আমাদের গ্রুপ জাহাজ ক্রয়সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর ফলে কার্যক্রম আরও সাশ্রয়ীভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, MTCPL এর মাধ্যমে সম্পাদিত প্রতিটি লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯ জুলাই ২০২৬ তারিখের চিঠির (সূত্র নং: এফইআইডি/ওআইবিএ/৭০৩/০৩(ওআই)/৩০/২০২৬-২৩৪৮) আলোকে ১৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে MTCPL-এর সর্বশেষ অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল ও হালনাগাদ করা হয়েছে।

সুতরাং, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া সিঙ্গাপুরে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—প্রতিবেদনের এ দাবি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

অর্থপাচার এবং নিজের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জাহাজ আমদানির অভিযোগ প্রসঙ্গে

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ গত ৫১ বছর ধরে দেশের প্রচলিত আইন মেনে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নিজেদের বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে জাহাজ আমদানির মাধ্যমে মেঘনা গ্রুপ অর্থপাচারের চেষ্টা করেছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন এবং বাস্তবতাবিবর্জিত।

প্রকৃত ঘটনা হলো, ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে জাহাজের বিক্রেতা Bocimar International NV এবং জাহাজের মালিক Blue Cypress S.A.-এর কাছ থেকে Meghna Trade & Commerce Pte. -এর মাধ্যমে জাহাজ ক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

উল্লেখ্য, জাহাজের বিক্রেতা বাংলাদেশ থেকে এলসি (Letter of Credit বা LC) গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় সিঙ্গাপুরে অবস্থিত আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান Meghna Trade & Commerce Pte.-এর মাধ্যমে উক্ত জাহাজ আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান এলসি এর বিপরীতে Meghna Trade & Commerce Pte.-কে অর্থ পরিশোধ করবে এবং Meghna Trade & Commerce Pte. একই পরিমাণ অর্থ জাহাজের বিক্রেতাকে পরিশোধ

করবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একই গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ ধরনের বৈধ বাণিজ্যিক লেনদেন একটি স্বাভাবিক ও প্রচলিত প্রক্রিয়া।

আমরা জাহাজটি ৩২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ক্রয় করেছি এবং একই মূল্যে বাংলাদেশ থেকে এলসি খোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত এলসি বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে মেঘনা ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা হয়েছে। এখানে অনুমোদনবিহীন কোনো এলসি খোলা হয়নি।

চুক্তি অনুযায়ী জাহাজ হস্তান্তরের নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। ওই দিনই Meghna Trade & Commerce Pte. জাহাজের বিক্রেতার কাছ থেকে জাহাজটি গ্রহণ করে আমাদের বাংলাদেশের কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করে।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) মেঘনা ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের জানায় যে, লয়েডস (Lloyd's) -এর প্রতিবেদনে জাহাজ ক্রয়ের সাল ২০১৯ উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা BFIU-কে লিখিতভাবে জানাই যে, লয়েডস-এর প্রতিবেদনে এ তথ্যটি ভুল রয়েছে।

উল্লেখ্য, আমরা জাহাজ ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করেছি ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এবং জাহাজ গ্রহণ করেছি ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে।

পরবর্তীতে আমরা এবং এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক (মেঘনা ব্যাংক) লয়েডস-কে জাহাজের মালিকানা-সংক্রান্ত ভুল তথ্যের বিষয়ে ইমেইল পাঠাই। জবাবে লয়েডস কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল স্বীকার করে এবং সংশোধনী হিসেবে তাদের পোর্টালে জাহাজ ক্রয়ের সাল ২০১৯-এর পরিবর্তে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ হালনাগাদ করে। এই সংশোধনের বিষয়টি যথাসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা হয়েছে।

এছাড়া, আমরা ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এলসি খোলার জন্য আবেদন করি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে এলসি খোলা হয় ।

অতএব, জাহাজ ক্রয়কে কেন্দ্র করে অর্থপাচারের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার কোনো বাস্তব বা আইনি ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং লেনদেনের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই প্রতিবেদনটিতে বিভ্রান্তিকর উপসংহার টানা হয়েছে। অন্যথায়, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (MGI) সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রসঙ্গে

প্রতিবেদনটি প্রতিষ্ঠা করতে কয়েকজন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞের মতামত উদ্‌ধৃত করা হয়েছে।

তাঁদের মতামত প্রতিবেদনে উল্লিখিত অভিযোগ ও তথ্যের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এগুলো কোনো তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল বা আদালতের রায় নয়। ফলে এসব মতামতকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে উপস্থাপন বা বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

অভিযোগকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে উপস্থাপন:

প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে উল্লেখিত মিথ্যা অভিযোগগুলো ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে বলে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে অভিযোগ, সন্দেহ এবং প্রমাণিত তথ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখা সাংবাদিকতার একটি মৌলিক নীতি।

পরিশেষে, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ গত ৫১ বছর ধরে দেশের প্রচলিত আইন মেনে সততা, স্বচ্ছতা ও সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। আমাদের বিশ্বাস, প্রকাশিত প্রতিবেদনটি মেঘনা গ্রুপের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনাম, গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা।

সাংবাদিকতা একটি মহৎ ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট পেশা। তাই অসমর্থিত তথ্য, অনুমান ও ভিত্তিহীন অভিযোগের ওপর নির্ভর করে সংবাদ প্রকাশ কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুনামকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতি পাঠকের আস্থা ও বিশ্বাসও দুর্বল করে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্য যাচাই, এবং সাংবাদিকতার নৈতিকতা ও পেশাগত মানদণ্ড কঠোরভাবে অনুসরণ করবেন।

অতএব, আমরা পুনরায় এই অসত্য, ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর ও অনুমাননির্ভর প্রতিবেদনটির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। একই সঙ্গে সাংবাদিকতার নৈতিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এই প্রতিবাদলিপিটি বাংলা স্ট্রিম ও ঢাকা স্ট্রিমে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশের অনুরোধ জানাচ্ছি। পাশাপাশি পাঠকদের স্বার্থে তথ্যভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা চর্চার আহ্বান জানাচ্ছি।

মেঘনা গ্রুপের পক্ষে,

হুমায়ূন আহমেদ
সিনিয়র ম্যানেজার, মিডিয়া রিলেশন্স
পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট
যোগাযোগ:- 01894-721700
ইমেইল:- humayun.ahmed@mgi.org